Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 130–136
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

কলকাতার বাবু সমাজ : প্রসঙ্গ হুতোম প্যাঁচার নকশা

মহম্মদ মুজাহিদ
গবেষক, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: mdmozahid5659@gmail.com

Keyword
ইংরেজ, জমিদার, জলশৌচ, খ্যামটা নাচ, বাঈ নাচ, বাবু সম্প্রদায়, বিনোদন

Abstract
পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ শক্তি জয়লাভ করে শাসন ক্ষমতা লাভ করে। ইংরেজরা তাদের শাসন ক্ষমতা সুচারুভাবে পরিচালনা করতে এদেশীয় (বাংলার) ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নিজেদের কাজে ব্যবহার করে। প্রত্যেক এলাকার জমিদারদের দায়িত্ব ছিল নিজের এলাকায় কর আদায় করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। এই শুল্ক আদায়কারীরাই হল বাবু। এই বাবু সম্প্রদায় ছিল সেকালের জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাঁরা নিজেদেরকে ইংরেজের মতো করে তুলতে চাইলো। বাবুরা ইংরেজদের অনুকরণে মদ, বেশ্যার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। বাবুরা সমাজের দায়বদ্ধতাতে বিবাহ করতেন কিন্তু রাত কাটাতে বেশ্যার ঘরে। এরা উপলক্ষ বা উপলক্ষ ছাড়াই নাচ-গানে, কুকুরের বিয়েতে, খ্যামটা নাচে, বেশ্যার পিছনে জলের মতো অর্থ ব্যয় করতেন। কিন্তু কোনো দরিদ্রকে একটি টাকা দিতেন না। হুতোম প্যাঁচা তাঁর নকশায় এই বাবু সম্প্রদায়কে নানাভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করছেন। তাদের মুখোশ টেনে ছিঁড়ে দেখিয়ে দিয়েছেন তারা আসলে কি! যে ভদ্র বাবু সকালে স্ত্রীর সঙ্গে বসে চা পান করছেন, সে সারারাত্রি বেশ্যার ঘরে কাটিয়ে এলেন নকশাকার আড়ালে থেকে একথা বলে দিয়েছেন। বাবু মাত্রই ধনী, কিন্তু ধনী মাত্রই বাবু নন। টাকা থাকলেই যে বাবু হওয়া যায় এমন নয়, বাবু হতে গেলে বিশেষ কিছু গুণ থাকতে হবে। বাবু হতে গেলে কুকুরের বিয়েতে লাখ টাকা ব্যয় করতে হবে, বেশ্যার বাড়ি আসা যাওয়া করতে হবে। বাঈ নাচ, খ্যামটা নাচের আসর বসাতে হবে। তাই তো রামদুলাল সরকার বাবু হয়নি টাকা ছিল তবুও। কেননা তাঁর এইসব গুণ ছিল না। কালীপ্রসন্ন সিংহ এইভাবে বাবুদের সম্পর্কে চমৎকার সব কথা বলেছেন। বাংলায় এখন বাবু নেই তবে বাবুদের অনুকরণকারী এখনো রয়ে গেছে। বাঙালি চিরকাল অন্যকে অনুসরণ করে নিজের মূল্য নিজেই বুঝতে পারেনি আজও। মোগলদের সময় বাঙালি ছিল দুর্বল, ইংরেজ আমলেও ছিল পিছিয়ে। এরা কখনই অপরের কথা ভাবেনি শুধু নিজের উদর পুরেছে তাই বাংলার অবস্থা সেই একই, মনের দিক থেকে কোনো পরিবর্তন হয়নি।

Discussion
১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ শক্তি জয় লাভ করে শাসন ক্ষমতা লাভ করে। ইংরেজরা তাদের নতুন শাসনব্যবস্থা ও ভূমিব্যবস্থা প্রবর্তন করে বাংলার গ্রাম্য সমাজের পুরোনো কাঠামো ভেঙে ফেলে। ইংরেজরা বাংলার

ক্ষমতা লাভের পর শুল্কের হার বাড়িয়ে দেয়। সাধারণ মানুষ সেই কর দিতে গিয়ে নিজের সঞ্চয় শেষ করে ফেলে, ফল স্বরূপ খাদ্য সংকট দেখা দেয়। তখন সাধারণ মানুষ কাজের সন্ধানে কলকাতায় আসতে লাগে। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ কলকাতার কথা উল্লেখ করেছেন। সে সময় কলকাতা ছিল নিতান্ত গ্রাম। কলকাতার তখন রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল না, কলকাতা কোম্পানির পণ্য আমদানি-রপ্তানির কেন্দ্র ছিল। যখন মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় রাজধানী স্থানান্তর হল তখন রাতারাতি কলকাতার গুরুত্ব বেড়ে গেল। কলকাতায় লোকের আসা-যাওয়া বাড়তে লাগলো। কলকাতায় নতুন মানুষের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নানা রঙ্গ জমে উঠল। কলকাতা আসতে আসতে শহরের সদগুণে নিজেকে সাজিয়ে তুলতে লাগলো।

বাংলায় ইংরেজ শাসন শুরু হলে ছিন্নমূল মানুষের পাশাপাশি প্রতাপশালী বাবু নামে এক নতুন শ্রেণির দেখা মিলল। নবাবী আমলে বড় বড় ধনী মানুষেরা তাদের নামের পাশে 'বাবু' শব্দের ব্যবহার করতেন। 'বাবু' একটি খেতাব। নবাব ধনী সম্প্রদায়কে এই উপাধি দিতেন। সম্মানী ধনাঢ্য ব্যক্তি ছাড়া নবাবরা অন্য কাউকে এই উপাধি দিতেন না। ইংরেজ শাসনের পর যত্র-তত্র বাবু হয়ে গেলেন। এর মূলে ছিল মুর্শিদাবাদ থেকে বাংলার রাজধানী স্থানান্তর ও চিরস্তায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন। এর ফলে বাংলা দেশের অভ্যন্তরে পরিবর্তনের নানান রেখা দেখা গেল। পুরোনো ধনী সম্প্রদায় বিদায় নিলেন। আবির্ভাব হল এক নতুন ধনী সম্প্রদায়ের, এরাই তখন বাবু। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বাবু' প্রবন্ধে বাবু সম্পর্কে বলেছেন –

> "যিনি রূপে কার্ত্তিকেয়ের কনিষ্ঠ, গুণ নির্গুণ পদার্থ, কর্ম্মে জড় ভরত, এবং বাক্যে সরস্বতী, তিনিই বাবু। যিনি উৎসবার্থ দুর্গাপূজা করিবেন, গৃহিণীর অনুরোধে লক্ষ্মীপূজা করিবেন, উপ-গৃহিণীর অনুরোধে সরস্বতী পূজা করিবেন, এবং পাঁটার লোভে গঙ্গাপূজা করিবেন, তিনিই বাবু। যাঁহার গমন বিচিত্র রথে, শয়ন সাধারণ গৃহে, পান দ্রাক্ষারস এবং আহার কদলী দগ্ধ, তিনিই বাবু। যিনি মহাদেবের তুল্য মাদকপ্রিয়, ব্রহ্মার তুল্য প্রজাসিসৃক্ষ, এবং বিষ্ণুর তুল্য লীলা-পটু, তিনিই বাবু।"[১]

বাবু সম্প্রদায় নিয়ে দুটি দিক থেকে পরিচয় পাওয়া যায়। (এক) ইতিহাস থেকে (দুই) সাহিত্য থেকে। দুটিতেই যা পরিচয় পাওয়া যায় তা মোটামুটি একরকম। বাংলা সাহিত্যে বাবুদের পরিচয় বেশ ভালোভাবেই লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যের সব ধারাতেই এই বাবুদের পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু' প্রবন্ধে থেকে শুরু করে মাইকেল মধুদূদন দত্তের 'একেই কী বলে সভ্যতা' (১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ), দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ), হীরালাল মিত্রের নাটক 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৭৯১ শকাব্দ), ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস' (১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ), টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ) এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় (১৮৬১-১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ) বাবুদের নানান পরিচয় পাওয়া যায়।

কলকাতার কিছু মানুষ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির এবং কোম্পানির সাঙ্গ-পাঙ্গদের সহবতে এসে কিছুদিনের মধ্যে বড় লোক হয়ে গেলেন। রাজা মহারাজা খেতাব নিয়ে গাড়ি, বাড়ি, মোসাহেব, চাকর-চাকরানী নিয়ে কলকাতায় জুড়ে বসলেন। এই বাবু সম্প্রদায়ই কলকাতার সংস্কৃতির ধারক-বাহক হয়ে পড়লেন। নানা ধরনের আমোদ-প্রমোদের তাঁরা লিপ্ত থাকতেন। নানারকম পূজা উপলক্ষে বা উপলক্ষ ছাড়াই নাচ, গান, যাত্রা, থিয়েটার, কুকুরের বিবাহ, কবিগানের আয়োজনে বাবুরা ব্যস্ত থাকতেন। এজন্য তাঁরা জলের মতো অর্থ ব্যয় করতেন। প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে অনেক বাবু নিঃশেষ হয়ে গেছেন।

ইংরেজরা ভারতে এসে নিজেরা প্রথমেই জমিদার সেজে বসলেন। তারপর এদেশীয় একটি দল তৈরি করলেন। তারা নিজেদের পরগনায় (এলাকায়) কর আদায় ও শাসন কার্য পরিচালনা করতেন। এই শুল্ক আদায়কারীরাই হলেন বাবু। এই বাবুরা সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ আদায় করতেন। সেই অর্থ বাবার শ্রাদ্ধে, কুকুরের বিয়েতে, খ্যামটা নাচে, বেশ্যাদের পেছনে ব্যয় করতেন। হুতোম প্যাঁচা তাঁর নকশায় জানিয়েছে –

> "এখন আর সে কাল নাই; বাঙ্গালি বড় মানুষদের মধ্যে অনেকে সভ্য হয়েচেন। গোলাপ জল দিয়ে জলশৌচ, ঢাকাই কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে পরা, মুক্ত ভস্মের চূণ দিয়ে পান খাওয়া আর শোনা যায় না। কুকুরের বিয়ের

> লাক টাকা খরচ, যাত্রায় নোট প্যালা, তেল মেখে চার ঘোড়ার গাড়ি চড়ে ভেঁপু বাজিয়ে স্নান কত্তে যাওয়া সহরে অতি কম হয়ে পড়েচে।"[২]

বাবু সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেণি ভেদ ছিল তাও হুতোম বলেছেন—

> "আজকাল সহরের ইংরাজি কেতার বাবুরা দুটি দল হয়েছেন প্রথম দল 'উঁচুকেতা সাহেবের গোবরের বসট'। দ্বিতীয় 'ফিরিঙ্গীর জঘন্য প্রতিরূপ'।"[৩]

প্রথম দলের সবাই উচ্চ পদস্থ। তাঁরা মদ বেশ্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন "টেবিলে খান কমোডে হাগেন এবং কাগজে পোঁদ পোঁচেন। এঁরা সহৃদয়তা দয়া, পরোপকার, নম্রতা প্রভৃতি বিবিধ সদগুণে ভূষিত"[৪] সব সময় রোগ ধরেই থাকে, মদ খেয়ে 'জুজু', স্ত্রীর দাস, উৎসাহ, একতা, উন্নতির ইচ্ছা মন থেকে একবারে চলে গেছে, 'এঁরাই ওলডক্লাস' দ্বিতীয়ের মধ্যে বাগাম্বর মিত্র প্রভৃতি "সাপ হতেও ভয়ানক, বাঘের চেয়ে হিংস্র; বলতে গেলে এঁরা এরকম ভয়ানক জানোয়ার।"[৫] এরা শুধু নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়াতে ব্যস্ত।

বাবু সম্পর্কে চমৎকার সব কথা লিখেছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। বাবু মাত্রই ধনী কিন্তু ধনী মাত্রই বাবু নন। রামদুলাল সরকারের টাকা ছিল কিন্তু বাবু হননি। তিনি অতি দরিদ্র থেকে বাংলার শ্রেষ্ঠ ধনী হয়েছিলেন। খুব সাধারণ জীবন যাপন করতেন। রামদুলাল দু-বেলা নিরামিষ খেতেন। দুপুরবেলা ভাত দুধ আর দু-একটি মিঠাই আর রাতে আটার রুটি। খুব সাধারণ পোশাক পরতেন। নিজের ছেলের বিয়েতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কয়েক দিনের জন্য একজন সিপাহী রেখেছিলেন। সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত রামদুলাল সাধারণ বেশে বিবাহ সংক্রান্ত কাজ দেখাশোনা করতে গিয়ে কাজ শেষে পুনরায় ঘরে ঢুকতে গেলে সিপাহী রামদুলালকে চিনতে না পেরে বাধা দেয়। কারণ ধনী লোকদের জীবন যাপন এত সাধারণ হতে পারে সিপাহী বুঝতে পারেনি। সাদাসিধা জীবনযাত্রায় বাবু হওয়া যায় না। বাবু হতে গেলে কুকুরের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ করতে হবে, ঘোড়ায় চেপে স্নান করতে যেতে হবে, বেশ্যা বাড়ি আসা-যাওয়া করতে হবে। বাঈ নাচ, খ্যামটা নাচের আসর বসাতে হবে। অনেক বাবু পাল্লা দিয়ে লোককে দেখাতে গিয়ে নিজে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। মোটকথা বাবু চান ভোগবিলাসী জীবনযাত্রা, চান খ্যাতি, যশ, মানুষের সঙ্গে টাকা ওড়ানোর প্রতিযোগিতা করে সবার উপরে থাকতে চান।

অনেক পাড়াগাঁয়ের জমিদার ও রাজারা মাঝে মাঝে আসতেন কলকাতায় বিভিন্ন কাজে। গ্রামের অনেক জমিদার প্রায় বারো মাস কলকাতাতেই কাটান। এরা কলকাতার বাবুদের চেয়ে কোনো অংশে কম যায় না। দুপুরে ফেটিং গাড়িতে চেপে ঘুরতে যান, বাইজানের ভেড়ুয়ার মত পোশাক, গলায় মুক্তার মালা; তাদের পরিপাট্য দেখে শহরের বাবুরাও চমকে ওঠেন। গ্রাম থেকে আসা জমিদাররা ভবানীপুরে বাড়ি ভাড়া করলেও চব্বিশ ঘন্টায় কাটান সোনাগাছিতেই। কলকাতার বাবুদের অনেক দালাল ছিল তারা গ্রাম থেকে আসা জমিদারদের কাছ থেকে অনেক অর্থ আয় করত। হুতোম জানিয়েছেন –

> "জাহাজ থেকে নতুন সেলার নামলেই যেমন পাইকেরে ছেঁকে ধরে সেই রকম পাড়াগেঁয়ে বড় মানুষ সহরে এলেই প্রথমে দালাল পেস হন। দালাল, বাবুর সদর মোক্তারের অনুগ্রহে বাড়ি ভাড়া করা, গাড়ীর জোগাড় করা, খ্যামটা নাচের বায়না করা, ...ও দুই এক নামজাদা বেশ্যার বাড়ি নিয়ে বেড়ান। ঝোপ বুঝে কোপ ফেলতে পারলে দালালের বাবুর কাছে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হয়ে পড়ে। কিছুকাল বড় আমোদে যায়, শেষে বাবুর টাকার টানাটানিতে বা কর্ম্মান্তরে দেশে গেলে দালাল এজেন্টী কর্ম্মে মকরর হন।"[৬]

হুতোম কলকাতার বাবুরা কি রকম পোশাক পরিধান করতেন, কি খেতেন তাও জানিয়েছেন –

> "কারুর কফ ও কলারওয়ালার কামিজ, রূপোর বগলস আঁটা সাইনিং লেদর, কারো ইন্ডিয়া রবর আর চায়না কোট, হাতে ইষ্টিক, ক্রেপের চাদর, চুলের গার্ড চেন গলায়, আলবার্ট ফেসানে চুল ফেরানো।"[৭]

বাঈ নাচ, খ্যামটা নাচ বাবুদের অন্যতম বিনোদনের জায়গা। প্রত্যেক বাবুরা নিজের ঘরে আসর করে নিয়মিত নাচ করাতেন। কলকাতার বারোইয়ারি পুজোতে বড়ো রকমের আসর হত। পুজোতে প্রতিমা থেকে শুরু করে সব কিছুতেই চমৎকারিত্ব থাকত তাতে সন্দেহ নেই। হুতোমের পুজোর বর্ণনাটি পড়লে তা বোঝা যায় –

> "বাই নাচের মজলিস চূড়োন্ত সাজানো হয়েছে, গোপাল মল্লিকের ছেলের ও রাজা বেজেন্দরের কুকুরের বের মজলিস এর কোথাও লাগে? চক বাজারের প্যালানাথ বাবু বাই মহলের ডাইরেকটরী, সুতরাং বাই ও খ্যামটা নাচের সমুদায় ভার তাঁকেই দেওয়া হয়ে ছিলো। সহরের নন্নী, নুন্নী, মুন্নী, খন্নী ও সন্নী প্রভৃতি ডিক্রী, মেডেল ও সারটফিকেটওয়ালা বড় বড় বাইয়েরা ও গোলাপ, শাম, বিদু, খুদু, মণি ও চুণী প্রভৃতি খ্যামটাওয়ালিরা নিজ নিজ তোবড়া তুবড়ি সঙ্গে করে আসতে লাগলেন- প্যালানাথ বাবু সকলকে মা গোঁসাইয়ের মত সমাদরে রিসভ কচ্চেন- তাঁদেরও গরবে মাটীতে পা পড়চে না।"[৮]
>
> "রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের ভিড়ও বাড়ে বারোইয়ারি তলায়। শহরের অনেক বড় মানুষ রকম রকম পোশাক পরে একত্র হলে নাচের মজলিস শুরু হয়। রাত হওয়ায় বয়স্করা বাড়ি গেলেন 'ইয়ার গোচের ফচকে বাবুরা ভাল হয়ে বসলেন, বাইরা বিদেয় হলো- খ্যামটা আসরে নাবলেন। খ্যামটা বড় চমৎকার নাচ। শহরের বড় মানুষ বাবুরা ফি রবিবারে বাগানে দেখে থাকেন।"[৯]

হুতোম তাঁর নকশায় কলকাতার বাবুদের এমন সব বিষয়কে তুলে ধরেছেন যা খুব আশ্চর্য ও বিস্ময়কর। হুতোম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন বাবুদের নগ্নরূপকে। সেই সময়ের কলকাতার বাবুরা যেসব কুকর্ম করত তা বলাই বাহুল্য। বাবু স্নান করবেন তাঁর আগে চাকর তেল মালিশ করছে,

> "দু তিন ঘন্টার কম আহ্নিক শেষ হতো না, তেল মাখতেও ঝাড়া চার ঘন্টা লাগতো- চাকরের তেল মাখানীর শব্দে ভূমিকম্প হতো- বাবু উলঙ্গ হয়ে তেল মাখতে বসতেন,"[১০]

এই বাবুর দল ছিল বিকৃত রুচির। বাবুকে কেউ খুশি করতে কিছু বললে বাবু তাকে পুরস্কার দিতেন, আর কেউ কন্যার বিয়ে জন্য বা অন্য কোনো সৎ উদ্দেশ্যে সাহায্য চাইলে বাবুর ঘরে ঢুকতে পেত না। বাবুদের বয়স হয়েছে কিন্তু যৌবন ফুরায়নি। বুড়ো বাবু চুলে কলপ করে গলায় বহুমূল্যের সোনার চেন, গায়ের চাপকান, পায়ে জুতো দিয়ে, গায়ে আতর মেখে বারোইয়ারির পূজো দেখতে বেরিয়েছেন। বাবুর ভাগ্নের বয়স কমপক্ষে ষাট হবে, ছেলের চুলে পাক ধরেছে। এরা কর্মের নামে কুকর্ম করে।

> "গলায় মালা ও ছোট ঢাকের মত গুটি কতক সোণার মাদুলি- হাতে ইষ্টি কবচ- চুলে ও গোঁপে কলপ দেওয়া- কালপেড়ে ধুতি, রামজামা ও জরির বাঁকা তাজ- গত বৎসর আশী পেরিয়েচেন- অঙ্গ ত্রিভুজ! কিন্তু প্রাণ হামাগুড়ি দিচ্চে! গেরস্তগোচের ভদ্রলোকের মেয়ে ছেলের পানে আড় চক্ষে চাচ্চেন- হরিনামের মালার ঝুলিটি ঘুরুচ্চেন।"[১১]

বাবুগণ খুব আনন্দ প্রিয়, সব সময় তারা আনন্দে ডুবে থাকতে চান। উপলক্ষ বা উপলক্ষ ছাড়াই তারা নানা অনুষ্ঠান করতেন। বাবুদের কবিগান ছিল খুব শখের। কলকাতার বারোইয়ারি পুজোতে যে কবিগান হত খুব আড়ম্বর করে সে সম্পর্কেও হুতোম বলেছেন।

আগেই বলেছি বাবু মাত্রই ধনী কিন্তু ধনী মাত্রই বাবু নন। বাবু হতে গেলে বিশেষ বিশেষ কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে, যেমন এক আধটা রাঁড় রাখা, বেশ্যার বাড়ি আনাগোনা করা, মদে ডুবে থাকা, হাফ আখড়াই, কবিগান, খ্যামটা নাচ, খেঁউড় নাচ। হুতোম বর্ণিত বাবুদের এই সব বৈশিষ্ট্য আছে। বাবুরা সমাজের দায়বদ্ধতাতে সুন্দরী ঘরনী করেন কিন্তু তাঁর কাছে সময় দেবার বাবুর অবসর হয় না। সূর্যদেব অস্ত গেলে বাবু গায়ে সুন্দর পাঞ্জাবি, পায়ে

কোঁচানো ধুতি, হাতে ছড়ি, নবাবি আতর গায়ে ঘষে নিয়ে পান চিবোতে চিবোতে সোনাগাছির বেশ্যার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সারারাত ফুর্তি করা হয়। ভোরের কাক ডাকলো বেশ্যার বারান্দায়। বাবু বেরিয়ে পড়েন, এবার বাড়ি ফেরার পালা। আটা চাকিতে আটা পেশায় চলছে। রাস্তায় আলোগুলি মিটমিট করছে। দোকানদার ঝাঁপ উঠিয়ে ধুপ জ্বালাচ্ছেন। এইভাবে নিশাচরের মতো বাবুরা ফুলে ফুলে মধু পান করেন। আর সকাল বেলা ভদ্র বাবুটি সেজে স্ত্রীর সঙ্গে নাস্তা করেন।

কলকাতার অনেক প্রকৃত হিন্দু দলপতি ও রাজা রাজড়ারা রাত্রে স্ত্রীর মুখ দেখেন না। বাড়ির প্রধান আমলা, দারোয়ান, মুৎসুদ্দি যেমন হুজুরদের হয়ে বিষয় কর্ম দেখেন, 'স্ত্রীর রক্ষনাবেক্ষণের ভারও তাঁদের উপর আইন মত অর্সায়, সুতরাং তারা ছাড়বেন কেন' এই ভয়ে কোনো কোনো বুদ্ধিমান বাবু স্ত্রীকে বাড়ির ভেতরের ঘরে চাবি বন্ধ করে বাইরের বৈঠকখানায় সারা রাত্রি রাঁড় নিয়ে আমোদ করেন, তোপ পড়ে গেলে সকাল হবার আগে পালকি করে "বিবি সাহেব বিদায় হন- বাবু বাড়ির ভিতরে গিয়ে শয়ন করেন স্ত্রীও চাবি হতে পরিত্রাণ পান।" ছোকরা গোছের কোনো কোনো বাবুরা বাবা মায়ের ভয়ে নিজের শোবার ঘরে একজন চাকর বা বেয়ারাকে শুতে বলে বেরিয়ে যান, চাকর দরজায় খিল দিয়ে ঘরের মেঝেয় শুয়ে থাকে, স্ত্রী তুলসী পাতা ব্যবহার করে খাটে শুয়ে থাকেন, মধ্যরাত্রির কেটে গেলে বাবু আমোদ লুটে ফেরেন ও বাড়ি এলে চুপি চুপি শোবার ঘরের দরজায় ঘা মারেন, চাকর উঠে দরজা খুলে দিয়ে বাইরে যায়, বাবু শুয়ে পড়ে। বাড়ির কেউই টের পায় না যে বাবু রাত্রে ঘরে থাকেন না। যে জিনিসের চাহিদা বাজারে বেশি তার আমদানি বেশি করা হয়। বাবুরা বেশ্যাদের প্রতি এত আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে প্রতিবছর কলকাতায় বেশ্যার সংখ্যা কমছে না, বরং বাড়ছে। এমনকি একজন বড় মানুষ বাড়ির পাশে এক গৃহস্থের সুন্দরী বউ বা মেয়ে নিয়ে বাস করবেন তার উপায় নেই এতটাই দুরবস্থা হয়ে ছিল সেই সময় কলকাতার।

হুতোম প্যাঁচা তাঁর নকশায় পদ্মলোচনের জীবন কাহিনি নিয়ে বাবু সম্প্রদায়কে ব্যঙ্গ করেছেন। পদ্মলোচনের বাবা যখন মারা যান তখন তাঁর অল্প বয়স ছিল। সংসারের অভাব দেখা দিলে বাধ্য হয়ে বাঁসাড়দের বাসায় দু-বেলা খাবারের বিনিময়ে কাপড় কাচা, লুচি ভাজা কাজ শুরু করে। এমনি ভাবে চলে কিছু দিন। লুচি ভাজতে ভাজতে তাঁর এমন হাত হল যে, তাঁর মতো কেউই এত ভালো লুচি ভাজতে পারতো না। বাঁসাড়েরা খুশি হয়ে তাঁকে 'মেকর' খেতাব দেয়, সুতরাং সেই দিন থেকে তিনি মেকর পদ্মলোচন দত্ত নামে বিখ্যাত হলেন। এরপর তিনি সিপসরকারি কাজ পান। সেখানে সাহেবদের সন্তুষ্ট করে 'হউসের সদর মেট'-এ কাজ পান। ভাগ্যবলে তিনি মুৎসুদ্দি হন। "তাঁর অদৃষ্ট শীঘ্রই লুচীর ফোসকার মত ফুলে উঠলো- বের জল পেলে কনেরা য্যামন ফেঁপে ওঠে তিনিও তেমনি ফাঁপতে লাগলেন।" চারিদিকে তাঁর নাম ছড়িয়ে গেল। সবাই বাবু বাবু বলে মাথায় করে নাচতে লাগলো। এবার প্রতিপত্তি বাড়ানো প্রয়োজন হল তাই অবস্থার উপযুক্ত একটি নতুন বাড়ি কেনেন, শহরের বড় মানুষ হলে যে সব জিনিসপত্র ও উপাদানের আবশ্যক হয় আত্মীয় ও মোসাহেবরা ক্রমশই সেই সব জিনিস সংগ্রহ করে ভান্ডার ও উদরপুরে ফেললেন, "বাবু স্বয়ং পছন্দ করে (আপন চক্ষে সুবর্ণ বর্ষে) একটি রাঁড় রাখলেন।" বাবু হতে যা যা দরকার তার সবই পদ্মলোচন ব্যবস্থা করলেন। স্ত্রীর সহবাস ছেড়ে বেশ্যাবাড়িতে রাত কাটাতে শুরু করলেন। এই ভাবে তাঁর জীবন অতিবাহিত হতে লাগল ও শেষে হরি নাম জপতে জপতে প্রাণ ত্যাগ করলেন। এই ছিল বাবুদের বাবু হওয়ার ইতিহাস। যাদের বংশের ঠিক নেই, চরিত্রের ঠিক নেই তারাই কলকাতার বাবু। হুতোম প্যাঁচা বলেছেন –

> "যে পদ্মলোচন আপনাদের সম্মুখে জন্মালেন আবার মলেন, তাঁর শুদ্ধ নিজের চরিত্র আপনারা অবগত অ্যামন নয়, সহরের বড় মানুষদের মধ্যে অনেকেই পদ্মলোচনের জুড়িদার, কেউ কেউ দাদা হতেও সরেস! যে দেশের বড় লোকের চরিত্র এই রকম ভয়ানক, এই রকম বিষময়, সে দেশের উন্নতির প্রার্থনা করা নিরর্থক! যাঁদের হাতে উন্নতি হবে, তাঁরা আজও পশু হতেও অপকৃষ্ট ব্যবহারের সর্বদাই পরিচয় দিয়ে থাকেন, তারা ইচ্ছে করে আপনা আপনি বিষময় পথের পথিক হন; তাঁরা যে সকল দুষ্কর্ম করেন, তারা যথাযথ শাস্তি নরকেও দুষ্প্রাপ্য।"[১২]

হুতোম প্যাঁচা তাঁর নকশায় এইভাবে বাবুদের প্রসঙ্গ এনে বাবুদের মুখোশ টেনে ছিঁড়ে দিয়েছেন। তাঁরা বাস্তবে কী, তার যথার্থ রূপ উদঘাটন করে দিয়েছেন এই নকশায়। বাবু উৎসবে, পুজোতে, কুকুরের বিয়েতে, বেশ্যার পিছনে অনেক টাকা ব্যয় করেন কিন্তু পাওনাদারেরা বার বার এসে ফিরে যায়। টাকা থাকতেও তারা গরীব দুঃখীদের একটি পয়সাও দেন না। কিন্তু শখ করে বাঁদরের বিয়েতে লাখ লাখ টাকা খরচ করে দেন। অথচ এই বাবুরা নিজেদের মাকে খেতে দিতে কষ্টবোধ করতেন। আবার বাবুদের মধ্যে কেউ কেউ কৃপণ মানুষও ছিলেন। তারা তামাক খাবার পর নলে জমে থাকা ছাঁই জমিয়ে রেখে ধোপাকে বিক্রি করতেন।

হুতোম এভাবে আড়ালে বসে সবকিছু প্রত্যক্ষ করে বাবুদের দোষ ত্রুটি মুক্ত করতে এই নকশাগুলি রচনা করেন। যাতে তারা নিজেদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজেদের পরিবর্তন করে নেন। কিন্তু যা চলছে চলবে এই নীতিই বহাল রইল আজকেও। আজ বর্তমান সমাজে বাবু নেই তবে বাবুর অনুকরণকারী আছে অনেক। তারাই বাবুর দুষ্কর্মকে এখনো টিকিয়ে রেখেছে। তারাই বাংলার ও বাঙালির মাথা হেঁট করে দিয়েছে অন্যদের কাছে। বাঙালি চিরকাল অন্যকে অনুসরণ করে নিজেদের মূল্য নিজেরাই বুঝতে পারেনি, পারেনি আজও। মোগল আমলেও বাঙালি ছিল দুর্বল, ইংরেজ আমলেও ছিল পিছিয়ে। কলকাতার যারা বাবু তাদেরকে ইংরেজরা শুল্ক (কর) আদায়ের কাজে নিয়োগ করেছিলেন। ইংরেজ চাইতো দশ টাকা বাবু সাধারণ মানুষের কাছে নিতেন কুড়ি টাকা। এভাবে বাঙালি বাবু বাঙালিকে গলাটিপে হত্যা করেছে বা আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে। এরা কখনই অপরের কথা ভাবেনি শুধু নিজের উদর পুরেছে তাই আজও বাংলার অবস্থা সেই একই। কোনো পরিবর্তন নেই।

তথ্যসূত্র :

১. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *বঙ্কিম রচনাবলী.* প্রবন্ধ সমগ্র, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ়, ১৪১৩, পুনর্মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪২২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩০
২. স. নাগ, অরুণ. *সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা.* কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ১৩৯৮, ষষ্ঠ মুদ্রণ- আগস্ট ২০১৪. পৃ. ৬৪
৩. তদেব, পৃ. ৫০
৪. তদেব, পৃ. ৫০-৫১
৫. তদেব, পৃ. ৫১
৬. তদেব, পৃ. ৫০
৭. তদেব, পৃ. ৫২
৮. তদেব, পৃ. ৭৮
৯. তদেব, পৃ. ৭৯-৮০
১০. তদেব, পৃ. ৮১
১১. তদেব, পৃ. ৭০
১২. তদেব, পৃ. ১৩৩

গ্রন্থপঞ্জি :

আকরগ্রন্থ :

১. স. নাগ, অরুণ.সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা. কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ- ১৩৯৮, ষষ্ঠ মুদ্রণ- আগস্ট ২০১৪.

সহায়ক গ্রন্থ :

১. স. দাস, অনীশ (অপু). কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত : লোকনাথ ঘোষ. কলকাতা : আকাশ, প্রথম প্রকাশ-
২. স. গুপ্ত, ক্ষেত্র. মধুসূদন রচনাবলী. কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ- ১৯৬৫.
৩. স. ঘোষ, অজিত কুমার. দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী. কলকাতা : রমা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ-
৪. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. বঙ্কিম রচনাবলী. প্রবন্ধ সমগ্র, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ- আষাঢ় ১৪১৩, পুনর্মুদ্রণ- অগ্রহায়ণ ১৪২২ বঙ্গাব্দ.
৫. স. ব্রজেন্দ্রেনাথ, বন্দ্যোপাধ্যায়. ও দাস, সজনীকান্ত. আলালের ঘরের দুলাল : টেকচাঁদ ঠাকুর. প্রথম সংস্করণ- ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ।
৬. মিত্র. হীরালাল. আলালের ঘরের দুলাল. কলিকাতা : বিদ্যারত্ন যন্ত্রে, প্রথম প্রকাশ- ১৭৯১ শকাব্দ.